সংবাদ

তারিখ ... ১৭।৮।৮৩ ...
পৃষ্ঠা ... ৭ কলাম ... ৭ ...

027

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

নবম শ্রেণীর ইংরাজী পাঠ্যবই প্রসঙ্গে

১৯৮৫ সনে যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী এস,এস, সি পরীক্ষা দিবে তাহাদের জন্য বাংলাদেশ টেক্সট বুক বোর্ড বিভিন্ন পাঠ্যবই প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে নবম শ্রেণীর ইংরাজী পাঠ্যবইটি অন্যতম।

আজকের যাহারা বয়স্ক ব্যক্তি তাহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে তাহাদের আমলে যে সব পাঠ্য-বই তাহাদের ভাগ্যে জুটিত বর্তমানে তাহা নানা কারণে সন্তবপর নহে। অন্যদিকে যে সমস্ত গুণী, জ্ঞানী এবং বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি তাহাদের ছাত্র আমলে যে সব বই পাঠ করিয়া আজ কেউকেটা হইয়াছেন তাহাদের কপালে এমন বই জুটে নাই। অথচ তাহারাই আজ এমন বই ছাত্রছাত্রীর হাতে পৌছাইতেছেন, যাহা পাঠানামের যোগ্য নহে।

আলোচ্য পাঠ্যবইটির ২৭০ পৃষ্ঠার পাঠ্য অংশে রহিয়াছে ২৪ পৃষ্ঠার শব্দগুচ্ছ, ২৭ পৃষ্ঠার শব্দার্থ, ১০ পৃষ্ঠার গোলক ধাঁধা নামক এপেনডিক্স। এই অংশে যাহা রহিয়াছে তাহা ৯ম শ্রেণীর ১৩।১৪ বছরের বালক বালিকার জন্য রীতিমত ঘর্ম ছোটানোর কারবার। যদি আপনারা দয়া করিয়া এই বইটি আদ্যোপান্ত একবার পড়িয়া দেখেন, তাহা হইলে অবশ্যই বলিবেন যে বাংলাদেশ বলিতে কেবল সমস্যাই বুঝায়, অন্য কিছু নহে। মাতৃভূমির ভাল যে কোন দিক থাকিতে পারে তাহা শিক্ষার্থীরা ইহাতে পাইবে না। অন্যদিকে এই বইতে এমন কোনও গল্প-কবিতা নাই যাহা তাহাদের মনে মানবিক গুণাবলী যেমন দয়া, মায়া, ত্যাগ, দানশীলতা, দেশপ্রেম, পিতৃভক্তি, আত্মত্যাগ ইত্যাদির দৃষ্টান্ত স্থাপিত হইতে পারে। অথচ যাহারা এ বই লিখিয়াছেন বা প্রকাশের দায়িত্বে ন্যস্ত তাহারা তাহাদের ছাত্র জীবনে এমন বহু গল্প তাহাদের পাঠ্য বই-সমূহে পড়িয়েছেন, যেসব বই আজও তাহাদের মনের উপর প্রভাব রাখিতেছে। যেমন বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তি, মোহসীনের দানশীলতা, শেরে বাংলার [illegible] সাহসিকতা, হজরত ওমরের মহত্ত, বালক কাসাবিংকার আত্মত্যাগ ইত্যাদি। সবার উপর যে ঐতিহাসিক স্বাধীনতা যুদ্ধের ফলে দেশ স্বাধীন হইল এবং যে সীমাহীন আত্মত্যাগ এবং কোরবানীর কাহিনী বিশ্বের বিস্ময় উদ্রেক করিল, সেই সব অতুলনীয় বীরত্বের কোন কথাই এই বইতে নাই।

সমগ্র বইটি তিনটি ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়া—তারেক নামে একজন ছাত্র, সামিরা নামীয় একজন ছাত্রী এবং জনাব রহমান নামে একজন শিক্ষক। তারেক ৮ম শ্রেণী হইতে পাস করিয়া পিতার বদলির ফলে রংপুরের সোনাপুর নামক প্রত্যন্ত অঞ্চলে যাইয়া ভর্তির জন্য উদগ্রীব। কিন্তু সোনাপুরে যাইয়া স্কুল খুঁজিয়া বাহির করিতে গলদঘর্ম (?)। ফলে তাহাকে সোনাপুরের একটি রাস্তাঘাটের জটিল ম্যাপ দেওয়া হইয়াছে, যে জাতীয় ঘটনা ঢাকার কোন ছেলেকেও সম্মুখীন হইতে হয় না। অন্ততঃ ল্যাবরেটরী স্কুল কোথায়, কি মুসলিম হাইস্কুল কোথায় ইহা জানিবার জন্য তাহাদিগকে সোনাপুরের তারেকের মত খাবি খাইতে হয় না। বইটি ৪র্থ পৃষ্ঠার ৭টি রাস্তা আর ৪টি মোড় এবং ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় ১০টি মোড় আর ২২টি রাস্তা প্রকৃতপক্ষেই অবিস্মরণীয় (?)। এরপর শুরু হইল তারেকের দুর্ভাগ্য? শ্রেণীতে যাইবার পর সব ছাত্র তাহাকে অজ্ঞাত কারণে বয়কট করিল। তাহাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল, তাহার সংগে খারাপ ব্যবহার করিতে লাগিল এবং কেহ তাহার সংগে মিশিল না, খেলিল না এমনকি কথাও বলিলনা (পৃষ্ঠা ১৩)। হায়রে, তারেক? টেক্সট বুক বোর্ডের পাঠ্য-বইয়ে তোমার কি দুর্দশা? যদিও বাস্তবে এর বিপরীত হইয়া থাকে। কারণ কোনও নুতন ছাত্র শ্রেণীতে ভর্তি হইলে অন্য সব ছাত্র তাহার প্রতি আগ্রহান্বিত হইয়া পড়ে।

সামিরা নবম শ্রেণীর একজন ছাত্রী। তাহার ছয়জন কাজিন। এই ছয়জন মুরব্বী আত্মীয়ের সম্বন্ধে তাহার ধারণা এতই খারাপ যে বলার অপেক্ষা রাখে না। সামিরার মতে তাহার এক কাজিন ষ্টুপিড, অন্য কাজিন ব্যাডটেম্পার্ড, সেলফিশ এবং রুড (পৃষ্ঠা ১৩১)। নিজের কাজিনদের প্রতি নবম শ্রেণীর একজন বালক বা বালিকার, এ [illegible] উক্তি [illegible] প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং আনুগত্য কতটা শিখাইবে বলিতে পারেন? বইটি ২৭১ পৃষ্ঠায় যে ডায়াগ্রাম তাহা গ্রীক নাগ্রিনূথ বই আর কিছু নহে। বানান ভুল রহিয়াছে Madical, Mobil, police, Resurant ইত্যাদি। ৯৩, ৯৪ ১২২, ১৫৫, পৃষ্ঠার সংখ্যাতত্ত্বের জটিল বিষয় ছাত্র-ছাত্রীর সহজবোধ্য নহে। পাঠ্য বই হিসাবে না দেখিয়া যদি বইটিকে বিভিন্ন সরকারী বিভাগের প্রচার পুস্তিকা হিসাবে দেখা যায় তাহা হইলে বোধ হয় [illegible] প্রতি সুবিচার করা হইবে। বইটির সূচীপত্র সেই ইংগিতই বহন করে।

তাজমিনুর রহমান, মালতীনগর
বগুড়া।